72

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৪ মাস পর রেজাল্ট বাতিল ॥ ৪ হাজার পরীক্ষার্থী বিপাকে

কুমিল্লা সংবাদদাতা ॥ ত্রুটিপূর্ণ রেজিষ্ট্রেশনের কারণে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের প্রায় ৪ হাজার এস, এস, সি পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের ৪ মাস পর গত ১৭ই ডিসেম্বর '৯৫ তারিখে বাতিল ঘোষণা করা হইয়াছে। একই কারণে সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের প্রধান শিক্ষকদের এককভাবে দায়ী করিয়া জুন/৯৫ হইতে বেতনের সরকারী অংশ মন্ত্রনালয়ের গত ১৯শে ডিসেম্বর আদেশবলে এক বৎসরের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে।

ফলাফল বাতিলের কারনে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের ১৯৯৬ সনে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের প্রত্যেককে এই সময়কালে ৪০-৪৫ হাজার টাকা প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এই পদক্ষেপের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

৪ মাস পর

(৩য় পৃঃ পর)

প্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিবাবকগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান শিক্ষকগণ অর্থনৈতিকভাবে দারুণ কষ্টে পড়িয়াছেন এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতেছে বলিয়া জানা যায়।

একটি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৫ সনে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এই ধরনের ত্রুটীপূর্ন রেজিষ্ট্রেশনের কারণে সংশ্লিষ্ট এস,পি,সি পরীক্ষীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ১৯০ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করিয়া বিশেষ প্রাইভেট হিসাবে পুনঃ রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয় এবং ফলাফল ঘোষণা ও নম্বর ফর্দও সরবরাহ করা হয়। তাহাদের মধ্যে যে সব পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়, তাহারাও ১৯৯৫ সনের ত্রুটিপূর্ণ রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তদের সঙ্গে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া ফলাফল পাইয়া যায়। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার সাড়ে ৪ মাস পর ত্রুটিপূর্ণ রেজিষ্ট্রেশনের কারণ উল্লেখ করিয়া ফলাফল বাতিল করা হয়।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণ তাঁহাদের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন কার্ড আদৌ জমা না দেওয়ায়, ভুয়া রেজিষ্ট্রেশন কার্ড জমা দেওয়ায়, অবৈধভাবে বিদ্যালয় পরিবর্তন ও বিষয় পরিবর্তন, মেয়াদ উত্তীর্ণ রেজিষ্ট্রেশন জমা দেওয়া ইত্যাদি কারণে ১৯৯৫ সালের এস,এস,সি পরীক্ষায় প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাতিল করা হয়।